

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সন্ধির আলোচনা (مكالمة في الصلح)

‘কাতীবাহ’ অঞ্চলের বিখ্যাত ‘কামূছ’(حِصْنُ الْقُمُوصِ) দুর্গের অধিপতি মদীনা হ’তে ইতিপূর্বে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা আবুল হুকাইক-এর দুই ছেলে সন্ধির বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, দুর্গের মধ্যে যারা আছে, তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে। তাদের সোনা-রূপাসহ অন্যান্য সকল সম্পদ মুসলিম বাহিনীর অধিকারভুক্ত হবে। ইহুদীরা সপরিবারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় এসেছে যে, নিজ নিজ বাহনের উপরে যতটুকু মালামাল নেওয়া সম্ভব ততটুকু নেওয়ার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হয়। কেউ কিছু লুকালে সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব বা কোন চুক্তি থাকবে না। কিন্তু আবুল হুকাইকের ছেলেরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অনেক মাল লুকিয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হ’ল **أَيْنَ مَسْكُ حَيٍّ** ‘হুয়াই বিন আখত্বাব-এর মশকটি কোথায়?’ ইতিপূর্বে মদীনা থেকে বহিস্কৃত হওয়ার সময় হুয়াই বিন আখত্বাব চামড়ার মশক ভরে যে সোনা-দানা ও অলংকারাদি নিয়ে এসেছিল, সেই মশকটার কথা এখানে বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কেনানা বিন আবুল হুকাইকের নিকটে বনু নাযীরের যে মূল্যবান সম্পদরাজি গচ্ছিত ছিল, সেগুলি সে জনশূন্য একটি স্থানে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা বলল যে, যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজে খরচ হয়ে গেছে। অতঃপর সেগুলি পাওয়া গেল। তখন সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে ইবনু আবিল হুকাইককে হত্যা করা হ’ল এবং তার পরিবার ও অন্যান্যদের বন্দী করা হ’ল। অতঃপর তাদের সবাইকে খায়বর থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে তারা অর্ধেক ফসল দানের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে...।[1]

ফুটনোট

[1]. আবুদাউদ হা/৩০০৬, সনদ হাসান।

প্রসিদ্ধ আছে যে, কেনানা বিন আবুল হুকাইককে জিজ্ঞেস করা হ’লে সে উক্ত বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেনানাকে বললেন, **نَعَمْ، أَقْتُلْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ** ‘উক্ত সম্পদ যদি আমরা তোমার নিকট থেকে বের করতে পারি, তাহ’লে তোমাকে হত্যা করব কি? সে বলল, হ্যাঁ। ইতিমধ্যে কেনানার জনৈক চাচাতো ভাই স্থানটির সন্ধান দেয় এবং গচ্ছিত মালের কিছু অংশ পাওয়া যায়। অতঃপর বাকী মালামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আগের মতই অজ্ঞতার ভান করে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করে বলেন, **عَذِبُهُ حَتَّى تَسْتَأْصِلَ مَا عِنْدَهُ** ‘একে শাস্তি দিতে থাক, যতক্ষণ না তার নিকটে যা আছে, তা সব বের করে নিতে পার’। হযরত যুবায়ের (রাঃ) তার বুক চকমকি পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকেন **حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ** [১] তাতে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায় **يَفْدَحُ بَزَنْدٍ فِي صَدْرِهِ** [২] অতঃপর তাকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর হাতে অর্পণ করা হ’ল। তিনি তাকে তার ভাই মাহমূদ বিন মাসলামাহকে হত্যার

বদলা স্বরূপ হত্যা করেন' (ইবনু হিশাম ২/৩৩৭; আর-রাহীক ৩৭৪ পৃঃ)। বর্ণনাটির সনদ মু'যাল বা যঈফ (আর-রাহীক, তা'লীক ১৬৬ পৃঃ)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5545>

হাদিসবিডি'র প্রজেক্টে অনুদান দিন